



331219 - মুসলমি ভাইয়েরে জন্য গোপনে দোয়া করে পরবর্তীতে তাকে অবহতি করা

প্রশ্ন

আমি যবে ব্যক্তরি জন্য গোপনে দোয়া করি তাকে যদি বলি যবে, আমি তার জন্য দোয়া করছি এতে কিসওয়ার কমে যাবে? কথিবা কোন ব্যক্তি যদি আমাকে জিজ্ঞেসে করে যবে, আপনি কি আমার জন্য দোয়া করেন? আমি যদি বলি: হ্যাঁ এবং আমিও তার কাছে দোয়া চাই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: শরিয়ত মুসলমি ভাইয়েরে জন্য গোপনে দোয়া করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে:

শরিয়ত মুসলমানদেরকে পরস্পর পরস্পরেরে জন্য গোপনে দোয়া করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে। যমেনটি আবু দারদা (রাঃ) এর হাদিসে এসছে তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলমি তার মুসলমি ভাইয়েরে জন্য গোপনে দোয়া করতে থাকলে একজন ফরেশেতা বলে: তোমারি জন্যও অনুরূপ।” [সহহি মুসলমি (২৭৩২)]

কাযী ইয়ায (রহঃ) বলনে:

“সবে ব্যক্তি যবে যবে দোয়া করছে এর সমপরিমাণ সওয়াব সবে পাবে। কেননা সবে অন্যরে জন্য দোয়া করার মাধ্যমে দুটো নকে আমল করছে: ১. খালসিভাবে (একনষ্টিভাবে) আল্লাহকে স্মরণ করা এবং মুখ ও মন দিয়ে আল্লাহর কাছে ধরণা দোয়া। ২. অপর মুসলমি ভাইয়েরে কল্যাণ করতে পছন্দ করা ও তার জন্য দোয়া করা। এটি এমন একটিনকে আমল যার জন্য মুসলমিকে সওয়াব দোয়া হয় এবং হাদিসে পরস্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়ছে এমন দোয়া কবুলযোগ্য।” [ইকমালুল মু’লমি (৮/২২৮) থেকে সমাপ্ত]

এ হাদিসে এই মর্যাদা গোপনে দোয়ার জন্য নরিদষ্টি করা হয়ছে। তাই কোন মুসলমি যদি তার এ আমলেরে কথা কাউকে অবহতি করে এতে করে কি এ ফজলিত ও সওয়াব বাতলি হয়ে যাবে?

শরয়ানীতি হল: নকে আমলগুলো ববিচেতি হয় আমলকারীর উদ্দেশ্যে ও নয়িতরে ভিত্তিতে। যমেনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাদিসে এসছে: “আমলসমূহেরে শুদ্ধাশুদ্ধি নয়িতরে উপর নরিভরশীল। আর প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত



করে সটাই তার প্রাপ্য। [সহি বুখারী (১) ও সহি মুসলমি (১৯০৭)]

দুই: যার জন্ম দোয়া করা হয় তাকে দোয়া করার বিষয়টি অবহতি করা:

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিতে যার জন্ম দোয়া করা হল তাকে অবহতি করার কয়কেটি উদ্দেশ্য হতে পারে:

যদি এ অবহতি করণের মাধ্যমে তার উপর অনুকম্পা প্রকাশ করা ও তাকে খোঁটা দোয়ার উদ্দেশ্য করা হয় তাহলে খোঁটা দোয়া একটি কবরী গুনাহ। খোঁটা দোয়ার মাধ্যমে আমলকারীর আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“ইবাদতটি শেষে হয়ে যাওয়ার পর যা কছির উদয় হয় এটি ইবাদতের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। তবে ওটার মধ্যে যদি সীমালঙ্ঘন থাকে; যমেন- খোঁটা দোয়া, দান করে কষ্ট দোয়া; তাহলে এই সীমালঙ্ঘনের পাপ দানের সওয়াবের সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে দানকে বাতলি করে দবিলে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা খোঁটা দোয়া ও কষ্ট দোয়ার মাধ্যমে তোমাদের দানগুলোকে নষ্ট করো না। [আল-কাওলুল মুফদি (২/১২৬) থেকে সমাপ্ত]

আবার হতে পারে এ অবহতিকরণ নকে আমল হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্ম অবহতিকারীকে সওয়াব দোয়া হবে। উদাহরণতঃ কটে যদি জানতে চায় তখন তাকে জানানো যে, তার জন্ম গোপনে দোয়া করে। এমন জানানোটা কথাবার্তায় সত্যবাদতি ফুটয়ি তেলোর পর্যায়ভুক্ত। কথিবা যদি যার জন্ম দোয়া করা হল তার প্রতি মমত্ব ফুটয়ি তেলো ও তার মনে আনন্দ প্রবশে করানোর জন্ম হয় এবং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক-সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার জন্ম হয়। যমেনটি হাদসি এসছে: “জিজিঃসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কঃ? তিনি বললেন: মানুষের সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি। এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে— কোন মুনিরে অন্তরে খুশি প্রবশে করানো।...[কাযাউল হাউয়ায়জি (পৃষ্ঠা-৪৭), শাইখ আলবানী ‘আস-সলিসলি আস-সাহহি’ গ্রন্থে (২/৫৭৫) হাদসিটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

এ বিষয়ে খতীব আল-বাগদাদী তার ‘তারখি বাগদাদে (৪/৩২৫) নজিরে সনদে ‘খাত্তাব বনি বশির’ থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: “আমি আব্দুল্লাহর পতি আহমাদ বনি হাম্বলকে প্রশ্ন করছিলাম আর তিনি জিবাব দিচ্ছিলেন এবং শাফয়েরি ছলেরে দকি তাকয়ি বলছিলেন: এটি আমাদেরকে আব্দুল্লাহর পতি শখিয়িছেন। বুঝাতে চয়েছেন: শাফয়েি।

খাত্তাব বলেন: আমি আব্দুল্লাহর পতি আহমাদ বনি মুহাম্মদ বনি হাম্বলকে ওসমানের পতির সাথে তার বাবার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনছি। আহমাদ বলেন: আব্দুল্লাহর পতির প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আমি যখনই কোন নামায পড়ি পাঁচজনরে জন্ম দোয়া করি। তিনি পাঁচজনরে একজন।”

এ ধরণের উদ্দেশ্যেরে ক্ষতেরে: অবহতিকরণ নষিদি হবো না মরমে প্রতীয়মান হয়। বরং এ উদ্দেশ্যগুলো নকে কাজ ও ভাল



কাজ। এবং এটি গোপন দোয়ার সওয়াবপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেবে না এবং দোয়াকারী তার ভাইয়ের জন্য যা যা দোয়া করেছে সেও তা তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেবে না মরমে প্রতীয়মান হয়।

তবে অন্যরে জন্য যে দোয়া সে গোপনে করেছে তার কাছ নেজিরে জন্য অনুরূপ দোয়া করার অনুরোধ করা উচিত নয়। কেননা এটিকে আমলরে জন্য অন্যরে কাছ থেকে এক ধরণে বনিমিয় ও প্রতদিন চাওয়া।

তনি:

ইতপূর্বে 163632 নং প্রশ্নোত্তরে অন্যরে কাছ থেকে দোয়া চাওয়ার হুকুম বসিতারতিভাবে আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।